Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501022

OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75

SJIF Impact Factor 3.481

Magic Realism and the Bengali Novel
জাদু বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস

Rafika Khatun
Researcher
Bengali Department, Gauhati University
Assam

Received on: 11th April 2026
Accepted on: 25th April 2026

Abstract:
'Magic Realism' is a widely discussed concept. The application of the term 'Magic Realism' is particularly evident in the fields of art, literature, and painting. Although the concept of Magic Realism was initially largely confined to a handful of Western nations, it spread to various countries across the globe during the postmodern era. For instance, the application of this style in literature can now be observed in our own region—specifically in India and Bangladesh. Its influence is particularly profound on the literature of both 'Epar Bangla' (West Bengal) and 'Opar Bangla' (Bangladesh). The reasons for this can be attributed to historical events such as the Partition of India, the Language Movement, the Naxalbari Movement, and the Liberation War. Collectively, these events created a crisis-ridden socio-political landscape during the postmodern period. The social reality of that era has been vividly portrayed through the lens of Magic Realism. There are various conventions for writing novels; every writer crafts their novels in a unique, personal style. However, Magic Realism is a distinct stylistic mode — one that was adopted by almost every writer in Bangladesh and India during the postmodern era. To cite an example, Shahidul Zahir is recognized as the first novelist in Bangladesh to employ the techniques of Magic Realism. Other notable figures include Akhtaruzzaman Elias, while among female novelists, Nasrin Jahan of Bangladesh stands out. Furthermore, Mahasweta Devi and her son, Nabarun Bhattacharya, were particularly devoted adherents of this literary style. The primary objective of this essay is to analyze precisely how these writers utilized the stylistic framework of Magic Realism to depict the social realities of that specific period. 'Magic' and 'Reality' are two antithetical terms with entirely distinct meanings; yet, the fusion of these elements — specifically within the postmodern context — has been a prominent feature of literary expression. In the words of Nabendu Sen:

"In Magic Realism, the term 'magic' is employed to signify the mysteries inherent in life itself. The appearance of ghosts, the inexplicable disappearance of individuals, supernatural phenomena, extraordinary abilities, and an uncanny atmosphere — all these elements are introduced not for their own sake, but to illuminate and interpret reality. It has no connection whatsoever to stage magic, conjuring tricks, or the sleight-of-hand manoeuvres of a magician."[১]

© Santiniketan Sahityapath

‘Magic Realism’ constitutes a distinct stylistic convention within the realm of novel writing. Novels can be composed in a multitude of styles; writers employ diverse approaches to present their narratives to readers from various perspectives. Fundamentally, literature serves as a medium for reflecting and portraying the events and occurrences that unfold within society. Every writer portrays the multifaceted nature of society in their own distinct style. During the era of Rabindranath Tagore, there were numerous novelists, each possessing a unique approach to crafting their novels. The “Emperor of Literature,” Bankim Chandra Chattopadhyay, had his own characteristic style, just as Sarat Chandra Chattopadhyay composed his novels using a method entirely his own. Upon examining the styles adopted by these aforementioned novelists — particularly within the context of their specific timeframes — it becomes evident that they were writers of the modern era. Society is inherently dynamic; its very fabric is in a constant state of flux. There exists a vast, “sky-and-earth” difference between the social structures of antiquity and those of the present day. Human aspirations and material desires are on the rise. Various transformations — economic, political, and social — are unfolding in ways that manifest as visibly striking shifts in the societal landscape. Consequently, this ongoing societal transformation has inevitably exerted a profound influence on the human way of life. These changes — coupled with economic crises, the natural disasters of the 1950s, and various man-made tribulations — have rendered human existence increasingly complex. It is no longer possible to depict the lives of people from that era using traditional literary conventions. Consequently, many writers have embraced the literary style known as “Magic Realism.” Numerous writers across Bangladesh and India have achieved renown by composing novels in this particular mode. Indeed, a host of writers — including Shahidul Zahir, Akhtaruzzaman Elias, Nasrin Jahan, Mahasweta Devi, and Nabarun Bhattacharya — have successfully adopted the tenets of Magic Realism. Although the terms ‘magic’ and ‘realism’ denote distinct concepts, these writers have masterfully integrated them within their novels. On one hand, the narrative portrays real life; on the other, it simultaneously depicts the unreal — be it illusion, enchantment, or magic. In essence, the mysteries of life are unveiled from behind the veil of everyday reality.

In the modern era, human existence has become exceedingly complex. There is a stark contrast between the way of life of people in the present day and that of those in the ancient or medieval periods. Furthermore — moving beyond the comparison with antiquity — even if one attempts to find commonalities between the lives of people in the modern era and those in the postmodern era, such similarities prove elusive. In contemporary times, the prevalence of frustration, despair, sorrow, poverty, and illness in human life has surged to unprecedented levels. People are no longer able to embrace life with a sense of natural ease; rather, human existence itself has seemingly transformed into an enigma — a mere illusion. Numerous events unfold within society that often manifest as the extraordinary. Consequently, many writers have portrayed this unconventional existence through the lens of magical realism. Through this stylistic approach, they present society with a vision of an entirely new realm. And herein lies the true significance of this literary tradition — as well as that of the writers who embrace it.

Key Words:
‘Life and Political Reality’, ‘The First Phase of the Moon’, ‘The Spreading Magic of the Crescent Moon’, ‘The Book of Dreams’, ‘Herbert’.

মূল প্রবন্ধ

‘ম্যাজিক রিয়ালিজম’ বা ‘জাদু বাস্তবতা’ বা ‘কুহকী বাস্তবতা’ হলো বহু আলোচিত একটি কনসেপ্ট, বহু নন্দিত ও নিন্দিত। এর ব্যবহার দেখা গেছে সাহিত্যে, শিল্পকলায় এবং চলচ্চিত্রে। সাধারণত ‘জাদু বাস্তবতা’ ধারণাটি একটা সময় পাশ্চাত্য দেশের সাহিত্যে এবং শিল্পে এর প্রয়োগ লক্ষ করা গেলেও ধীরে ধীরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তথা ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশের সাহিত্যে তা ছড়িয়ে পরে। সর্বপ্রথম জাদুবাস্তবতা রীতির প্রয়োগ জার্মান শিল্পকলায় লক্ষ করা যায়। জার্মান সমালোচক ফ্রেঞ্চ রো ভাইমার শিল্পকলায় লক্ষ করেছিলেন এই জাদু বাস্তবতার রীতির প্রয়োগ। ঠিক কীভাবে বাস্তব জীবনের আড়ালে জীবন রহস্যকে তুলে ধরা হচ্ছে, তা প্রত্যক্ষ দেখলেন।

© Santiniketan Sahityapath

'Magic realism' শব্দটি জার্মান 'magischer realismus' থেকে এসেছে নানা স্তর ভেদ করে। সাধারণত ডাচ ভাষায় 'magisch-realisme' স্পেনীয় ভাষার 'realismo magico' থেকে 'magic realism' শব্দটি হয়েছে। যেটি বাংলায় আমরা বলে থাকি জাদু বাস্তুবতা। 'Magic realism' শব্দটি রূপ পেয়েছে নানা রূপান্তরের মাধ্যমে। জার্মান, ডাচ, স্পেনীয় থেকে ইংরেজি ভাষায় ঠিক তেমনি সাহিত্যে প্রয়োগ নিয়েও বৈচিত্র্য দেখা যায়। প্রথমত জার্মান শিল্প সমালোচক ফ্রাঞ্জ রো ভাইমার বিশ্লেষণ করে দেখেছিলেন একটা চিত্র শুধু আমাদের সামনে একটা বাস্তব ঘটনায় উপস্থাপন করে না। তিনি দেখেছিলেন চিত্রটির বাস্তব রূপের আড়ালে রয়েছে এক অবাস্তব রহস্যময় দিক। যেটাকে বুঝে ওঠা সাধারণত আয়ত্তের বাইরে। কেননা একদিকে বাস্তব আর অন্য একদিকে অবাস্তব বা রহস্য সর্বত্র বিরাজমান। জাদু বাস্তবতার ধারণাটি একান্ত উত্তর আধুনিককালের। এর প্রয়োগ উত্তর আধুনিককালের শিল্পে ও সাহিত্যে বিরাজমান। ইংরেজি ও বাংলা উভয় সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এই রীতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। সর্বপ্রথম যে ভাষার সাহিত্যে এর প্রয়োগ লক্ষ করা যায় সেটি হলো ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে। যেমন আলেহো কার্পেন্তিয়ের লেখা 'The kingdom of this world' (1949) উপন্যাসে 'magic realism'এর প্রয়োগ সর্বপ্রথম লক্ষ করা যায়। আমাদের আলোচনার বিষয় 'জাদু বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস'। বাংলা সাহিত্যের দিকে যদি তাকাই তবে দেখতে পাবো, বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক শহিদুল জহির তাঁর 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' (১৯৮৭) উপন্যাসে জাদু বাস্তবতার রীতিটির প্রয়োগ করেন। এছাড়া বাংলাদেশের মহিলা কথাসাহিত্যিক নাসরিন জাহান এই রীতির প্রথম প্রয়োগ ঘটিয়েছেন 'চন্দ্রের প্রথম কলা' (১৯৯৪) উপন্যাসে। তবে এই জাদু বাস্তবতার রীতিতে লিখিত নাসরিন জাহানের সাহিত্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'চন্দ্রলেখার জাদু বিস্তার' (১৯৯৫) উপন্যাসটি। এছাড়া বাংলাদেশেরই কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬) উপন্যাসে এই রীতির প্রয়োগ করেছেন। যে উপন্যাসটিতে বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকের বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার কথা উঠে এসেছে। ১৯৪৩ সালের প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন বন্যা মানুষের জীবনকে অসহায় করে তোলে। তার সঙ্গে ছিল মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেভাগা আন্দোলন এবং দেশভাগ। সব মিলিয়ে এই পঞ্চাশের দশকে নেমে আসে এক জাতীয় সংকট। কী হবে, কী হচ্ছে! মানুষের কল্পনারও বাইরে কিন্তু ঘটছে তো বাস্তবে। যদি আমরা ফ্রাঞ্জ রো ভাইমারের কথায় বলি তবে এর সংজ্ঞা দাঁড়ায় এইরূপ — "যে চিত্রে আপাত বাস্তবের অন্তরালে জীবন রহস্যকে ধরার প্রয়াস ছিল।"[২]

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। এর মধ্যে দিয়ে আমরা সমাজের এক প্রতিবিম্ব দেখতে পাই। বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে এক সংকটময় পরিস্থিতি নেমে আসে গ্রাম বাংলার বুকে। তখন সারা দ্বিতীয় বিশ্বে যুদ্ধ চলছে। সেই সময়ই ঘটে যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ পঞ্চাশের মন্বন্তর। গ্রাম বাংলার কৃষকের জীবনে নেমে এলো নূতন এক বিপর্যয়। একবছরের মধ্যে কৃষক ও জমিদারের মধ্যে শুরু হলো এক আন্দোলন যার নাম দেওয়া যায় তেভাগা আন্দোলন। মাত্র চার বছরের মধ্যে দেশভাগ হয়ে এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা বিভক্ত হয়ে যায়। শুরু হয় উদবাস্তু সমস্যা। যে চিত্র আখতারুজ্জামান এলিয়াসের 'খোয়াবনামা' উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। মানুষের আর্থিক অবস্থার কথা লেখক বলেছেন — "মেঝেতে তার ভাতের খোলা হাঁড়ি যেমন ছিল তেমনি খোলায় পড়ে থাকবে, এলো-মেলো ভাবে ছিটানো থাকবে এটো ভাতের সানকি, পানি খাবার খোরা, পানির বদনা। এসব এমনি পড়েই থাকবে।"[৩]

এরপর সমাজে আরো ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শুরু হয় নকশাল আন্দোলন যেটি মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় বিশেষভাবে উঠে এসেছে। ঘটনাগুলি তো বাস্তব সমাজেই ঘটছে। বাস্তব মানুষ, বাস্তব সমাজ কিন্তু বেশ কিছু মানুষ ঠিক পশুর চাইতেও খারাপ আচরণ করে বসে যেটাকে অবাস্তব না বলে থাকা যায় না। মনে হয় সেটা একটা স্বপ্ন বা কুহক। সমাজের মানুষ ও সমাজ নিয়েই উপন্যাস, তবে বাস্তবের আড়ালে জীবন রহস্যকে তুলে ধরেছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর পুত্র নবারুণ ভট্টাচার্য জাদু বাস্তবতার রীতির অনুসরণ করেছেন। যেমন তাঁর 'হারবার্ট' উপন্যাসকে চারটি পার্ট ভাগ করেছেন। যেখানে একটি ভাগে মৃত ব্যাক্তির সঙ্গে হারবার্ট কথোপকথন করছেন। ঔপন্যাসিক উপন্যাসের সূচনায় করেছেন এইভাবে, হারবার্ট একজন ব্যাক্তি যে কিনা উপন্যাসে প্রথমেই মৃত। তাঁর সেই মৃতদেহকে কীটপতঙ্গে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে যায়। এরপর হারবার্ট জেগে উঠে। নিজের সেই ক্ষতবিক্ষত শরীরকে আয়নার সামনে তুলে ধরে এবং অতীত জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনাকে স্মরণ করে। ঠিক কীভাবে তার জীবনে সংকট নেমে আসে? পিতার মৃত্যুর পর হারবার্ট নিজেকে একা অনুভব করে। এরপর কাকার সান্নিধ্যে থাকা ও জীবন অতিবাহিত করা। কাকার পৌত্র কর্তৃক অপমানিত হওয়া, এবং সেই পৌত্রের মৃত্যু, সেই মৃত ব্যাক্তির সঙ্গে কথোপকথন — সব মিলিয়ে এক জাদুর পরিবেশ ঘনিয়ে আসে। পাঠককে এক অতিন্দ্রীয় জগতে নিয়ে যায়। হারবার্ট একজন মানুষ

© Santiniketan Sahityapath

তার জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটেছে সেগুলি জাদু বা কুহক ছাড়া আর কিছুই আমাদের মনে হয় না, ''সেই রাতে এরকমই ছিল বন্দোবস্ত। এরপর ভোররাতে পিঁপড়েরা আসতে শুরু করে। পিঁপড়েরা ঝগড়াবিবাদ না করে ভাগাভাগি করে নিতে জানে।''[৪]

প্রথম এই জাদু বাস্তবতার রীতির ঔপন্যাসিক শহীদুল জহির তাঁর 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' উপন্যাসে রাজনীতির নগ্ন রূপ-কে তুলে ধরেছেন। এক মুসলমান পরিবারের ঘর সংসারের কথা দিয়ে উপন্যাসের সূচনা হলেও উপন্যাসের পরিণতি খুব ভয়াবহ হয়ে উঠে। সেটাকে magic ছাড়া আর কিছুই বলা যাই না। একজন মুসলমান ব্যক্তির শিশ্ন কেটে ফেলা হয়, তাও পাওয়া যাচ্ছে ভাতের হাঁড়ির ভেতরে — ''... অন্য আর একটি টুকরো পড়েছিল জমির ব্যাপারীর বাড়ির কুঁয়োতলায়, বিকেলে ভাতের চাল ধোয়ার সময়, হাঁড়ির ভেতর।''[৫]

'জাদু বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস' এই শিরোনামে প্রবন্ধমূলক কাজ করার মতো বহু জায়গা রয়েছে। প্রবন্ধটি রচনা করার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কোনো সাহিত্যিককে নিয়ে চর্চা নয়। তাদের লেখার মধ্যে ঠিক কীভাবে সমাজের বাস্তব রূপ ফুটে উঠেছে সেটাই দেখানো। তৎকালীন সময়ে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের দুর্দশার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। সেই সমস্যা পুনরায় না ঘটে তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া। জাদু বাস্তবতা রীতিতে রচিত উপন্যাসগুলিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উভয়দিকই নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসগুলি নিয়ে তেমন অর্থে আলোচনা করা হয়নি। বা হলেও কয়েকটি প্রবন্ধ আকারে লেখা প্রকাশিত হয়। পূর্বে আলোচিত হয়ে গেছে, তাকে নিয়ে পুনরায় একই কাজ করা নয়। এই লেখাটির বিশেষত্ব এইখানেই যে দুই বাংলার সাহিত্যিককে একই ছকের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। এই কাজটি করার জন্য বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন যে সকল লেখক তাঁরা হলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন সাহিত্যিক, দুজন মহিলা সাহিত্যিক নাসরিন জাহান ও মহাশ্বেতা দেবী। তাঁদের লেখার মধ্যে ঠিক কীভাবে সমাজের কথা উঠে এসেছে সেই জায়গাগুলিকে তুলে ধরা আমার এই প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য। এবং সামাজিক সে সমস্যাগুলিকে কীভাবে কাটিয়ে তোলা যায়, ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা। যে কথাকে সরাসরি অন্য কোনো রীতিতে বলা না গেলেও জাদু বাস্তবতার রীতির সাহায্যে খুব সহজেই বলা যায়। জাদু ও বাস্তবতা শব্দ দুটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। অথচ দুটি শব্দকে জুড়ে দিয়ে একটি রীতির উদ্ভব হয়েছে। সেই রীতিতে উপন্যাস রচিত হচ্ছে নিশ্চয় তার বিশেষত্ব রয়েছে। বাস্তব জীবনকে ম্যাজিকের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। বাস্তব জীবনের মাধ্যমে জীবন রহস্যকে তুলে ধরা হয়েছে। এই রীতির বিশেষত্ব হচ্ছে যে, এই জাদু বাস্তবতার রীতির সাহায্যে জীবনের ঘটে যাওয়া অনেক সমস্যাকে খুব সহজভাবে তুলে ধরা হয়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর রচিত উপন্যাসগুলিতে সাধারণ মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া অবিশ্বাস্য ঘটনাকে খুব সহজ ভাবে তুলে ধরেছেন। একটা সময়কে তুলে ধরতে গিয়ে, অনেক সময় আসল ঘটনাকে তুলে ধরা সম্ভব হয় না অন্যান্য রীতির সাহায্যে, কিন্তু এই জাদু বাস্তবতা রীতির সাহায্যে অনেক কঠিন সমস্যাকে তুলে ধরা সম্ভব হয়। অবশ্য এই রীতির বিভিন্ন নেতিবাচক দিক রয়েছে। তার সত্ত্বেও বলা যায় এই রীতিতে গভীর ঘটনাকে হালকা চালে তুলে ধরা যায়। বাস্তব জীবন কিন্তু তার মধ্যে জাদু বা কুহকের মতো ঘটে যাওয়া এমন ঘটনা থাকে যা আমরা সহজে গ্রহণ করতে পারি না। কিন্তু এই জাদু বাস্তবতার রীতি জটিল জীবন সমস্যাকেও খুব সহজে ফুটিয়ে তুলেছে। এখানেই এই রীতির গুরুত্ব খুব বেশি। বাংলাদেশ-সহ ভারতবর্ষের বহু সাহিত্যিক এই রীতির অনুসরণ করে চলেছেন। এবং আগামীতেও এই রীতির অনুসরণ চলবে যা বহু চর্চিত বিষয়। এই রীতিকে নিয়ে আলোচনার বিভিন্ন জায়গা রয়েছে। কেননা বিশ্বের বহু সাহিত্যিক এই রীতির অনুসরণ করেছেন। তাই এই রীতিকে নিয়ে আলোচনার বিভিন্ন দিক রয়েছে। একটি দিককে তুলে ধরা হলো এই প্রবন্ধে।

উপন্যাস রচনার নব এক রীতি জাদু বাস্তবতা রীতি

বাংলা ভাষায় উপন্যাস লেখা সাধারণত শুরু হয় ১৮৫২ সালে। সেই সময়কাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত উপন্যাস রচনা ধারা চলে আসছে। যেমন হারে তৎকালীন সময়ে উপন্যাস লেখা হয়েছিল বর্তমানকালেও তেমন হারে উপন্যাস লেখা হচ্ছে। শুধুমাত্র রীতির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই জাদু বাস্তবতার রীতি উত্তর আধুনিককালের সৃষ্টি। সাধারণত এই জাদু বাস্তবতার রীতিতে সাহিত্য রচনার চলন দেখা যায় পাশ্চাত্য সাহিত্যে। শুধুমাত্র সাহিত্যে নয়, শিল্পেও এর প্রয়োগ বিদ্যমান। সাধারণত জার্মান শিল্পীর চোখেই এই জাদু অথচ বাস্তবতা ব্যাপারটা চোখে পরে। তিনি একটি চিত্রকে খুব গভীর মনোযোগ সহকারে দেখতে দেখতে বুঝতে পেরেছিলেন ছবিটির মধ্যে নতুনত্ব রয়েছে। বাস্তব একখানা ছবি তার মধ্যে একধরনের রহস্য ফুটে উঠছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে বটে। কেননা সাহিত্য ও শিল্প দুটিই সমাজ প্রকাশের মাধ্যম। সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে যখন রং তুলির সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হয়,

তখন সেটি দাঁড়ায় ছবি হিসেবে। কবি বা গল্পকার বা ঔপন্যাসিক যখন ব্যাপারটাকে শব্দ ও ছন্দের মাধ্যমে তুলে ধরে তখন সেটা দাঁড়ায় পদ্য বা গদ্য তখন রচনাকার কবি রূপে খ্যাতি অর্জন করে। এই গদ্য রচনার ক্ষেত্রে সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন রীতির অনুসরণ করে তার মধ্যে উত্তর আধুনিককালের অনুসরণ করার মতো রীতি হলো জাদু বাস্তবতা রীতি। তাই এই রীতির মধ্যে যেমন নতুনত্ব রয়েছে, ঠিক তেমনি এর মাধুর্যও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। পূর্বে তেমন অর্থে উপন্যাসগুলিকে নিয়ে চর্চা করা হয়নি। জাদু বাস্তব রীতির সাহায্যে উপন্যাস লেখা একটি বিশেষ রীতি। নিজস্ব ঢঙে নতুন লেখা প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব বিষয়। সেই লেখাগুলিকে নিয়ে বিস্তারিত ভাবে চর্চা করা এক অভিনব কাজ। এই বিষয়টি তেমন অর্থে চর্চিত নয় দুই বাংলার বুকে। তাই আমি আমার এই প্রবন্ধের মধ্যে সমাজকে কিছু দিতে পারবো বলে বিশ্বাস। জাদুর কথা আমাদের এক ভিন্ন জগতে নিয়ে যায়। যে-কোনো বয়সের মানুষের মনে এক ধরনের ছাপ ফেলতে পারে। তাই এই রীতিতে উপন্যাস লেখার এক বিশেষত্ব রয়েছে।

সবশেষে বলা যায় যে, কোনো একটি কাজে সাধারণত আমাদের সোসাইটিকে বা সমাজের বিভিন্ন দিককে তুলে ধরা হয়ে থাকে। পূর্বে যে-সকল কাজ হয়েছে তাদের ভিত্তিতে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। নিজস্বতা প্রকাশ করায় এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। শুধুমাত্র ভারতবর্ষের সাহিত্যিক নয়, বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কী করে সমাজকে ভালো দিকটা দেওয়া যায় তার জন্য এই প্রবন্ধ রচনা। জাদু ও বাস্তবতা, দুটি বিপরীত শব্দকে জুড়ে দিয়ে সেই রীতিতে উপন্যাস লেখা এক বিশাল ব্যাপার। বাস্তব জীবনের মধ্যে দিয়ে এক জীবন রহস্যকে তুলে ধরা হয়েছে যা জাদু বাস্তব রীতির এক বিশেষ দিক। উত্তর আধুনিককালে এই রীতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। একবিংশ শতাব্দীর জীবন যাত্রায় মানুষের জীবন এতো জটিল হয়ে উঠেছে, অনেক ঘটে যাওয়া ঘটনাকে অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে। তাই অনেক সাহিত্যিক এই জাদু বাস্তবতা রীতিকে অনুসরণ করে উপন্যাস রচনা করেছেন। এর মধ্যে জীবন রহস্য বড়ো হয়ে উঠেছে। নতুনত্বের জন্য আমি এই প্রবন্ধ রচনার জন্য আবেগপ্রবণ। যাই হোক জাদু বাস্তবতা বিষয়টি খুব চর্চিত পাশ্চাত্যদেশে। তবে একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে উত্তর আধুনিককালে দেখা যাই সারাবিশ্বে এই রীতিতে গল্প, উপন্যাস লেখার প্রবণতা খুব প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে এই রীতিতে উপন্যাস লেখার প্রবণতা খুব বেশি। এখন শুধু পাশ্চাত্য দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে নয়, সারা বিশ্বের সাহিত্যিকদের লেখার মধ্যে এই জাদু বাস্তবতার রীতির প্রবণতা খুবই প্রবল। আমার এই প্রবন্ধমূলক কাজটির সার্থকতা এইখানেই যে, শুধুমাত্র ভারতবর্ষের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকদের নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। বাংলাদেশের মহিলা সাহিত্যিক-সহ আরো অন্যান্য সাহিত্যিকদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বহু আলোচিত বিষয়ের মধ্যে এই গবেষণা মূলক প্রবন্ধ কাজের একটি গুরুত্ব বিদ্যমান। কেননা দুই বিভক্ত বাংলার লেখককে নিয়ে এক ফ্রেমের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। জাদু বাস্তবতা রীতি অনুসরণকারী বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাহিত্যিক শহীদুল জহির থেকে শুরু করে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, নাসরিন জাহান ও নবারুণ ভট্টাচার্যকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। উত্তর আধুনিককালে এই জাদু বাস্তবতা রীতির নব প্রচলন বাংলা সাহিত্যের জগৎকে সমৃদ্ধ করে তোলে যা আমার প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। নতুনত্বের দিক থেকে এই জাদু বাস্তবতা রীতির বিশেষত্ব রয়েছে কোনো সন্দেহ নেই। বাস্তব জীবনের আড়ালে জীবন রহস্যকে তুলে ধরতে এই জাদু বাস্তবতা রীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্যসূত্র:

১। ‘পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা’, নবেন্দু সেন, দে’জ পাবলিশিং, প্রকাশ ২০০৯, পৃ. ২০৫
২। ওই, পৃ. ২০৩
৩। ‘খোয়াবনামা’, ইলিয়াস আখতারুজ্জামান, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রকাশ ১৯৬০, পৃ. ১৯
৪। ‘উপন্যাস সমগ্র’, নবারুণ ভট্টাচার্য, দে’জ পাবলিশিং, প্রকাশ ১৩৭২, পৃ. ১২
৫। ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা উপন্যাস’ মূল গ্রন্থ, জহির শহিদুল, পৃ. ৩

—